যুব প্রবণতা

আগস্ট ২০২৬

"জীবনের প্রতিটি ঋতুতে, যীশু একই বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে থাকেন।"

সেই উত্তম বন্ধু

ভূমিকা

প্রিয় তরুণ বন্ধুদের, যীশু খ্রীষ্টের অমূল্য নামে তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা!

এই পুনরুজ্জীবনের সময়ে তরুণ-তরুণী হিসেবে তোমাদের ভূমিকা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা যখন ঈশ্বরের সৈন্যদল হিসেবে উঠে দাঁড়াবে, তখন আমাদের দেশের মধ্যে কার্যরত শত্রুর শক্তি ভেঙে যাবে। ঈশ্বর তোমাদের আহ্বান করছেন ছোট ছোট দলে একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করতে, সুসমাচার ঘোষণা করতে, আত্মিকভাবে বন্দীদের মুক্তি দিতে এবং তাঁর জীবন্ত বাক্যের শক্তির মাধ্যমে নিরুৎসাহিত তরুণদের পুনরুজ্জীবিত করতে।

তোমরা যদি বড় কোনো দলের সঙ্গে সেবা করতে না-ও পারো, তবুও একজন বিশ্বাসী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য বড় পরিবর্তন আনতে পারো। কারণ বাইবেল ঘোষণা করে,

"একজন এক হাজারকে তাড়াতে পারে, কিন্তু দুজন দশ হাজারকে তাড়াতে পারে।"

প্রিয় বন্ধু, তুমি এবং তোমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু একসঙ্গে ঈশ্বরের জন্য কী করছ?

In the days of the early Church, Paul and Silas served the Lord powerfully as faithful partners in ministry. Their friendship was marked by three remarkable qualities:

অটল বিশ্বাস

প্রেরিত ১৬ অধ্যায়ে আমরা দেখি, ফিলিপী নগরে সেবা করার সময় পৌল ও শীলকে মারধর করা হয়, কারাগারের ভেতরের কক্ষে নিক্ষেপ করা হয় এবং তাদের পা বেড়িতে বাঁধা হয়। তবুও মধ্যরাতে অভিযোগ বা হতাশ না হয়ে তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন এবং তাঁর প্রশংসা গাইলেন। ভোগান্তির মধ্যেও তারা অবিচল বিশ্বাস ও প্রভুর প্রতি অটুট ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছিলেন।

হৃদয়ের ঐক্য

এত কষ্ট, অপমান ও দুর্ভোগের মধ্যেও শীল কখনো পৌলকে দোষারোপ করেননি। বরং তিনি আনন্দের সঙ্গে সেবার মূল্য গ্রহণ করেছিলেন, পৌলের সঙ্গে একতাবদ্ধ ছিলেন এবং তারা এক হৃদয় ও এক আত্মায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও মহিমা নিবেদন করেছিলেন।

আত্মার জন্য ভার

তাদের প্রার্থনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল না ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য, বরং ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। তাদের হৃদয়ের আর্তনাদ ছিল, "হে প্রভু, আমাদের উদ্ধার করুন, যেন আমরা আরও অনেক মানুষের কাছে আপনার প্রেমের সুসমাচার ঘোষণা করতে পারি।" হারিয়ে যাওয়া আত্মাদের জন্য এই গভীর ভারই তাদের নিরন্তর প্রার্থনা ও প্রশংসায় অনুপ্রাণিত করেছিল। এর ফলস্বরূপ, ফিলিপীর কারারক্ষক এবং তার সমস্ত পরিবার খ্রীষ্টে বিশ্বাস করল, বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল এবং পরিত্রাণ লাভ করল।

ঈশ্বরভক্ত দুইজন দাসের এই বন্ধুত্ব এমন একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছিল, যার মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের জীবন পরিবর্তিত হয়েছিল।

এখন নিজেকে প্রশ্ন করো: আজ তোমার জীবনকে কী ধরনের বন্ধুত্ব প্রভাবিত করছে?

তোমার বন্ধুত্ব কি শুধু আনন্দ ও বিনোদনের জন্য, নাকি তা ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণ এবং মানুষের অনন্ত জীবনে প্রভাব ফেলতে সাহায্য করছে?

তাহলে কেন পৌল ও শীলের মতো উঠে দাঁড়াবে না এবং এমন একটি প্রজন্মের অংশ হবে না, যারা একসঙ্গে ঈশ্বরের সেবা করে?

খ্রীষ্টের সেবায়,

মোহন সি. লাজারাস

একজন পথপ্রদর্শকের যাত্রা!

আমাদের সকল তরুণ স্বপ্নসাধকদের শুভেচ্ছা!

এই মাসে আমরা তুলে ধরছি স্যাম অল্টম্যান-কে, যিনি বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ উদ্যোক্তা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-এর ক্ষেত্রে একজন অগ্রগামী ব্যক্তিত্ব। AI-এর ভবিষ্যৎ গঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর জীবনযাত্রা কঠোর পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস, প্রতিকূলতার মধ্যেও দৃঢ়তা এবং আজীবন শেখার এক অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ।

স্যাম অল্টম্যান **২২ এপ্রিল, ১৯৮৫** সালে যুক্তরাষ্ট্রের **শিকাগো** শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

স্কুলের পড়াশোনা শেষ করার পর **২০০৫ সালে** তিনি **স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে** কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে ভর্তি হন। কিন্তু নিজের উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্নকে বিলম্ব না করে বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি ডিগ্রি সম্পূর্ণ করার আগেই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেন।

ছোটবেলা থেকেই স্যাম একজন উদ্যোক্তা হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন। মাত্র **১৯ বছর বয়সে** তিনি তাঁর প্রথম স্টার্টআপ **Loopt** প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটি তাঁর প্রত্যাশা অনুযায়ী সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু ব্যর্থতাকে তিনি কখনো হতাশার কারণ হতে দেননি। বরং তিনি নতুন নতুন বিষয় শিখেছেন, নিজের দক্ষতা বাড়িয়েছেন এবং নিরলসভাবে নিজের লক্ষ্য পূরণের পথে এগিয়ে গেছেন।

পরবর্তীতে তিনি বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত স্টার্টআপ অ্যাক্সিলারেটর **Y Combinator**-এর নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি হাজার হাজার তরুণ উদ্যোক্তাকে পরামর্শ দিয়েছেন এবং তাঁদের উদ্ভাবনী ধারণাগুলোকে সফল প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে সহায়তা করেছেন।

এরপর তিনি **OpenAI**-এর **প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)** হন। **২০২৩ সালে** তাঁকে হঠাৎ করেই CEO পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তীব্র সমালোচনা, অনিশ্চয়তা এবং কর্মজীবনের অন্যতম কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়েও তিনি শান্ত ও দৃঢ় ছিলেন। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁকে পুনরায় CEO হিসেবে ফিরিয়ে আনা হয়। এটি প্রমাণ করে যে কর্মী, অংশীদার এবং প্রযুক্তি জগতের মানুষ তাঁর নেতৃত্বের ওপর কতটা আস্থা রেখেছিলেন।

তাঁর নেতৃত্বে **ChatGPT**-এর মতো AI প্রযুক্তি বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের উপকারে এসেছে। শিক্ষা, গবেষণা, ব্যবসা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের নানা ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ও বৈশ্বিক প্রভাব বিস্তারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

কলেজের পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখে শুরু করা একজন তরুণ থেকে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী প্রযুক্তি নেতায় পরিণত হওয়ার এই যাত্রা আমাদের শেখায় যে **সাফল্য শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে না**। অধ্যবসায়, নিরবচ্ছিন্ন শেখার মানসিকতা এবং প্রতিকূলতার মধ্যেও এগিয়ে চলার সাহসই জীবনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রিয় বন্ধুরা, তাঁর জীবন থেকে আমরা কী শিখতে পারি?

সাফল্য কখনোই শুধু ভাগ্যের ফল নয়। সাফল্য অর্জিত হয় কঠোর পরিশ্রম, নিয়মিত প্রচেষ্টা, শেখার মানসিকতা এবং ব্যর্থতার ঊর্ধ্বে উঠে দাঁড়ানোর দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে। তাই জীবনে যদি কখনো বাধা বা ব্যর্থতার সম্মুখীন হও, মনোবল হারিয়ো না। আবার উঠে দাঁড়াও। শিখতে থাকো। কঠোর পরিশ্রম করে যাও। সামনে এগিয়ে চলো।

একদিন তুমিও এমন উচ্চতায় পৌঁছাতে পারো, যা সারা বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করবে!

আমি ভারতে জন্মগ্রহণ করার এই অসাধারণ সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই! আমি একজন ভারতীয় হতে পেরে গর্বিত! স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে তিনি এই দেশকে আমার জন্মভূমি হিসেবে মনোনীত করেছেন।

আমি বিশ্বাস করি, যিনি সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং ভালোবাসেন, সেই ঈশ্বর ভারতের প্রতিও এক বিশেষ ভালোবাসা রাখেন। আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, যেমন আমেরিকা, অনেক সম্মান ও প্রশংসা লাভ করেছে। কিন্তু তাদের নাম বাইবেলে উল্লেখ নেই। অথচ জেনে আমার হৃদয় আনন্দ ও গর্বে ভরে যায় যে, "**ভারত**"-এর নাম ঈশ্বরের বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে (**ইষ্টের ১:১; ৮:৯**)।

আমাদের জাতির জন্য ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতিজ্ঞা হলো: "**ভারত বিশ্বের জাতিগুলোর মধ্যে সম্মানের স্থান অধিকার করবে। এটি সর্বতোভাবে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে। এই দেশ সদাপ্রভুর জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে।**"

অনেক বছর আগে প্রভু এই প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করেছিলেন, এবং আমরা এর পরিপূর্ণতার জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করে চলেছি।

কিন্তু যদি এই প্রতিজ্ঞা আমাদের দেশে বাস্তবে পরিণত করতে হয়, তাহলে ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে আমাদেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

★ তোমার দেশকে ভালোবাসো! ★

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যেমন ভারতকে ভালোবাসেন, তেমনি আমাদেরও আমাদের দেশকে ভালোবাসতে হবে। প্রভুর এই দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা রয়েছে। তিনি পাপীদের বন্ধু। যেভাবে যীশু মানুষকে ভালোবাসেন, সেভাবেই আমাদেরও আমাদের চারপাশের মানুষদের ভালোবাসতে হবে।

নীনবীর লোকেরা পাপময় জীবনযাপন করে ঈশ্বরকে দুঃখ দিয়েছিল। তবুও ধার্মিক ঈশ্বর তাদের ধ্বংস করতে চাননি। বরং তাঁর হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল, তারা যেন অনুতাপ করে তাদের পাপ থেকে ফিরে আসে। সেই কারণেই তিনি বলেছিলেন,

"আমি কি সেই মহানগর নীনবীর জন্য দুঃখিত হব না, যেখানে..."

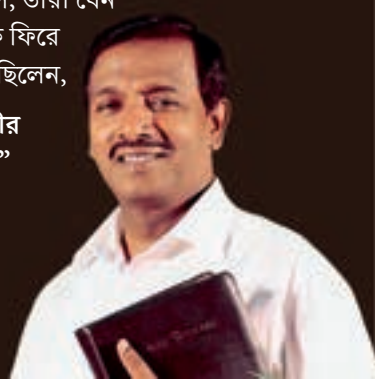

এটি যোনা ৪:১১ পদের উদ্ধৃতি।) "...এক লক্ষ বিশ হাজার মানুষ, যারা তাদের ডান হাত ও বাম হাতের পার্থক্য জানে না, এবং অনেক পশুও আছে?" (যোনা ৪:১১)

যেমন পাপে বসবাসকারী মানুষের জন্য ঈশ্বরের হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ ছিল, তেমনি আমাদের হৃদয়েও মানুষের জন্য বোঝা ও সহানুভূতি থাকা উচিত। তামিলনাড়ুর ৮ কোটি মানুষ এবং ভারতের ১৪৬ কোটিরও বেশি মানুষের জন্য আমাদের হৃদয়ে করুণা থাকা প্রয়োজন।

আপনার জাতির জন্য প্রার্থনা করুন!

যদি আমরা সত্যিই আমাদের জাতিকে ভালোবাসি, তবে আমাদের অবশ্যই তার জন্য প্রার্থনা করতে হবে।

শুধু "আমি আমার দেশকে ভালোবাসি" বলাই যথেষ্ট নয়। যারা আন্তরিকভাবে তাদের জাতির জন্য প্রার্থনা করে, তারাই প্রকৃত অর্থে তাদের দেশকে ভালোবাসে।

বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয়: **"আমি সর্বপ্রথম এই উপদেশ দিচ্ছি, যেন সকল মানুষের জন্য বিনতি, প্রার্থনা, অনুরোধ ও ধন্যবাদ নিবেদন করা হয়; রাজাদের এবং সকল কর্তৃপক্ষের জন্যও।"(১ তীমথিয় ২:১-৪)**

আমাদের ভারতের প্রতিটি রাজ্যের মানুষের জন্য, আমাদের জাতীয় নেতাদের জন্য এবং কর্তৃত্বের পদে থাকা সকল ব্যক্তির জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করা উচিত। আমরা যখন প্রার্থনা করতে থাকব, তখন প্রভু আমাদের জাতিকে আশীর্বাদ করবেন।

জাতির প্রতি আপনার দায়িত্ব পালন করুন!

বাইবেল শিক্ষা দেয়: **"প্রত্যেককে তার প্রাপ্য প্রদান করো।" (রোমীয় ১৩:৭)**

একটি জাতি তার নাগরিকদের দেওয়া করের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তাই সরকারের প্রাপ্য কর আমাদের সততার সঙ্গে পরিশোধ করা উচিত। সরকার ঈশ্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। বাইবেল বলে, যারা শাসন করেন এবং কর্তৃত্বের পদে সেবা করেন, তারা ঈশ্বরের সেবক। (রোমীয় ১৩:৪, ৬)

সম্পত্তি কর, ভূমি কর, আয়কর বা অন্য যেকোনো আইনসম্মত দায়িত্বই হোক না কেন, আমাদের সততার সঙ্গে তা পালন করা উচিত। আমরা শুধু ভালো খ্রিস্টান হওয়ার জন্যই আহ্বানপ্রাপ্ত নই, বরং দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়ার জন্যও আহ্বানপ্রাপ্ত।

যখন আমরা বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমাদের দায়িত্ব পালন করি, তখন প্রভু অবশ্যই আমাদের আশীর্বাদ করবেন।

জাতির সঙ্গে সুসমাচার ভাগ করে নিন!

যীশু খ্রীষ্টকে ঘোষণা করা মানে মানুষকে কোনো ধর্মে ধর্মান্তরিত করা নয়। যীশু কখনও বলেননি, **"একটি ধর্ম প্রচার করো।"** বরং তিনি আদেশ দিয়েছেন, **"তোমরা সমস্ত জগতে গিয়ে সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার করো।" (মার্ক ১৬:১৫)** যখন একজন ব্যক্তি যীশুকে তার হৃদয়ে গ্রহণ করে, তখন তার জীবন পরিবর্তিত হয়। যখন একটি পুরো পরিবার যীশুকে গ্রহণ করে, তখন সেই পরিবার পরিবর্তিত হয়। যখন একটি সমাজ যীশুকে গ্রহণ করে, তখন সেই সমাজ পরিবর্তিত হয়। পাপ ক্ষমা করা হয়, অভিশাপ ভেঙে যায় এবং আশীর্বাদ প্রবাহিত হতে শুরু করে। এভাবেই মানুষের জীবন পরিবর্তিত হলে, জাতিও পরিবর্তিত হয়। এই কারণেই প্রত্যেক মানুষের কাছে যীশু খ্রিষ্টের সুসমাচার পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।

প্রিয় যুবসমাজ, আসুন, আমরা আমাদের দেশ ভারতকে ভালোবাসি! আসুন, আমরা আমাদের দেশের জন্য প্রার্থনা করি! আসুন, আমরা আমাদের দেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করি! আসুন, আমরা সমগ্র দেশে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার ঘোষণা করি! তাহলে প্রভু অবশ্যই আমাদের জাতিকে শান্তি, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল দান করবেন, এবং ভারত সম্পর্কে তিনি যে সমস্ত ভাববাণীমূলক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ হবে...!

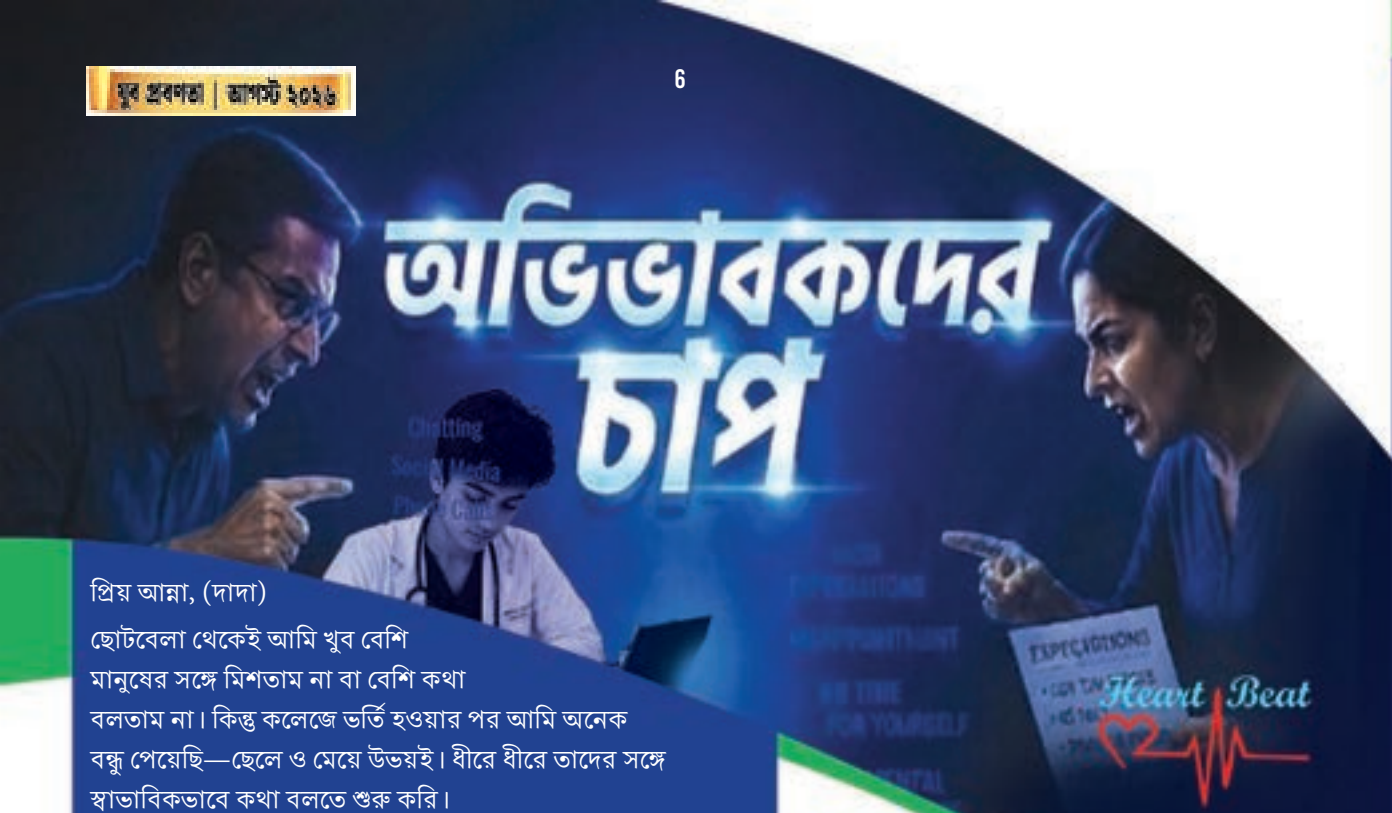

অভিভাবকদের চাপ

প্রিয় আন্না, (দাদা)

ছোটবেলা থেকেই আমি খুব বেশি মানুষের সঙ্গে মিশতাম না বা বেশি কথা বলতাম না। কিন্তু কলেজে ভর্তি হওয়ার পর আমি অনেক বন্ধু পেয়েছি—ছেলে ও মেয়ে উভয়ই। ধীরে ধীরে তাদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে শুরু করি।

এমবিবিএস-এর প্রথম দুই বছর আমার পুরো মনোযোগ ছিল পড়াশোনায়। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোরও তেমন সুযোগ ছিল না। এখন আমি তৃতীয় বর্ষে উঠেছি, তাই কিছুটা বেশি অবসর সময় পাই এবং বন্ধুদের সঙ্গে আগের তুলনায় একটু বেশি কথা বলি। আমাদের বেশিরভাগ কথাবার্তাই পড়াশোনা সম্পর্কিত। কিন্তু আমার ছেলে ও মেয়ে—উভয় বন্ধুর কাছ থেকেই ফোন আসায় আমার বাবা-মা আমাকে নিয়ে খুবই সন্দেহ করতে শুরু করেছেন। তাঁরা প্রায়ই বলেন, **"তুমি তৃতীয় বর্ষে ওঠার পর থেকেই পড়াশোনায় মনোযোগ হারিয়ে ফেলেছ। তুমি সময় নষ্ট করছ। সারাক্ষণ চ্যাট করছ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সময় কাটাচ্ছ। এভাবে চলতে থাকলে জীবনে কখনোই কিছু করতে পারবে না বা সফল হতে পারবে না।"** তাঁদের এই কথাগুলো আমাকে এতটাই আঘাত করেছে যে আমি সম্পূর্ণভাবে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। আমি কখনো কারও সঙ্গে অনুচিতভাবে কথা বলিনি। আমি সত্যিই সবাইকে শুধু বন্ধু হিসেবেই দেখি। যখন নিজের বাবা-মাই আমাকে বিশ্বাস করেন না, তখন আমার হৃদয় ভেঙে যায়। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা কি ভুল? একজন মেয়ের সঙ্গে প্রতিটি কথোপকথনের পরিণতি কি প্রেমই হতে হবে?

আমি এখনও পুরোপুরি পড়াশোনায় মনোযোগী। যদি আমার বাবা-মায়ের ধারণা ভুল হয়, তাহলে আমি কী করতে পারি? আর একবিংশ শতাব্দীতেও কেন কিছু বাবা-মা এত রক্ষণশীল?

আমি সত্যিই খুব ভেঙে পড়েছি। এই অবস্থা থেকে বের হতে পারছি না। দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন।

— রুবান, চেন্নাই

প্রিয় রুবান,
শান্ত হও!

তোমার বাবা-মায়ের কথাগুলো হয়তো তোমার আত্মবিশ্বাসে আঘাত করেছে এবং পড়াশোনার গতিকেও প্রভাবিত করেছে। কিন্তু চিন্তা করো না—আমি তোমার কষ্ট বুঝতে পারছি।

তুমি একজন স্বপ্নবান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ। এত সহজে ভেঙে পড়ো না। তুমি অবশ্যই তোমার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে।

"একটি ফোন কলের কারণেই আমার বাবা-মা আমাকে ভুল বুঝেছেন"—এই চিন্তায় বারবার ডুবে না থেকে নিজেকে এই প্রশ্নটি করো, **"আমি কীভাবে তাঁদের আমাকে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করতে পারি এবং তাঁদের ভুল ধারণা দূর করতে পারি?"**

তোমার বাবা-মা যে সময়ে বড় হয়েছেন, সেই সময় আর তোমার বেড়ে ওঠার সময় একেবারেই ভিন্ন। তাই অনেক সময় **জেনারেশন জেড (Gen Z)**-এর পৃথিবী তাঁদের কাছে বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে।

অনেক বাবা-মা জানেন কীভাবে সন্তানদের ওপর চাপ দিতে হয়, কিন্তু সব সময় তাঁরা জানেন না

কীভাবে তাঁদের ভয়, উদ্বেগ ও ভালোবাসা সঠিকভাবে প্রকাশ করতে হয়।

রুবান, তোমার বাবা-মা যত কঠোর কথাই বলুন না কেন, একটি বিষয় নিশ্চিত—তাঁরা তোমাকে ভালোবাসেন। তবে সেই ভালোবাসার সঙ্গে তাঁদের মনে রয়েছে ভয়। তাঁদের হৃদয় যেন বলছে, **"আমাদের ছেলে যেন ভুল পথে না যায়। সে যেন জীবনে সফল হয়। তার ভবিষ্যৎ যেন নষ্ট না হয়।"**

অনেক সময় এই ভয়ই রাগের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

যেমন প্রেসার কুকারে চাপ বেড়ে গেলে তা জোরে শব্দ করে, তেমনি অনেক বাবা-মাও দুশ্চিন্তায় আবেগপ্রবণ হয়ে কঠোরভাবে কথা বলেন। কিন্তু তুমি যদি সঠিক সময়ে শান্তভাবে উত্তর দাও, তাহলে সেই রাগ অনেক সময় নিজে থেকেই কমে যায়।

তোমার জন্য কয়েকটি পরামর্শ

- প্রথম দুই বছরে তুমি খুব কমই মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে। এখন হঠাৎ অনেক বেশি সময় ফোনে কাটানো স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে।
- একদিন শান্তভাবে তোমার ফোনটি বাবা-মায়ের হাতে দিয়ে বলো, "বাবা... আমি কথা দিচ্ছি, আমি একদিন ডা. রুবান হব এবং আপনাদের গর্বিত করব। যখন আবার আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করবেন, তখন দয়া করে এই ফোনটি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন।"
- এই কয়েকটি আন্তরিক কথাই তাঁদের হৃদয় পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে।
- পৃথিবীর যেকোনো দেশের বাবা-মায়ের তুলনায় ভারতীয় বাবা-মায়ের মতো এত গভীরভাবে সন্তানকে ভালোবাসেন—এমন বাবা-মা খুব কমই দেখা যায়। তাঁদের ত্যাগ ও ভালোবাসা সত্যিই অপরিমেয়।
- শেষ পর্যন্ত তাঁদের একটাই ইচ্ছা, **"আমাদের সন্তান যেন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে যেন কখনো ব্যর্থ না হয় বা নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট না করে।"**
- কেউ কেউ তাঁদের ভালোবাসা কোমলভাবে প্রকাশ করতে পারেন। আবার কেউ কেউ তা শুধুই রাগের মাধ্যমে প্রকাশ করতে জানেন। আর এ কারণেই অনেক পরিবারে অপ্রয়োজনীয় দূরত্ব ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়...

তুমি আজ সফলভাবে তৃতীয় বর্ষে পৌঁছেছ, কারণ প্রথম দুই বছর তুমি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করেছ। এখন হয়তো পড়াশোনার চাপ কিছুটা কমেছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে অবসর সময়ের কোনো সীমা বা নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।

মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা কি ভুল?

না। একজন মেয়ের সঙ্গে কথা বলায় কোনো ভুল নেই। সুস্থ ও সুন্দর বন্ধুত্ব করাতেও কোনো দোষ নেই।

তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কখনো ভুলে যেও না। **বন্ধুত্ব ও প্রেমের মধ্যে ব্যবধান খুবই সূক্ষ্ম।** অনেক মানুষ বুঝতেই পারেন না কখন সেই সীমারেখা অতিক্রম করে ফেলেন।

তাই বিপরীত লিঙ্গের বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা বা কথা বলার সময় সবসময় সুস্থ সীমারেখা বজায় রাখো। তুমি কোনো ভুল না করলেও, তোমার আচরণ, সময়ের সঠিক ব্যবহার এবং জীবনের অগ্রাধিকার যেন তোমার বাবা-মায়ের মনে তোমার প্রতি আরও বিশ্বাস গড়ে তোলে।

সবশেষে, রুবান...

আমরা সবসময় আমাদের বাবা-মাকে পরিবর্তন করতে পারি না। কিন্তু নিজেদের মনোভাব পরিবর্তন করা আমাদের হাতেই রয়েছে। অনেক সময় এই পরিবর্তনই ভেঙে যাওয়া সম্পর্ককে আবার জোড়া লাগায় এবং পরিবারে শান্তি ফিরিয়ে আনে।

ঈশ্বর অবশ্যই তোমাকে একজন ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে সাহায্য করবেন। শুধু তাই নয়, তিনি তোমাকে পবিত্র রাখবেন, প্রজ্ঞা ও শক্তি দান করবেন এবং পড়াশোনায় আরও উৎকর্ষ অর্জন করতে সাহায্য করবেন।

মনোযোগী থাকো। নম্র থাকো। প্রার্থনাময় জীবন যাপন করো।

তোমার জন্য আন্তরিক শুভকামনা,
ভবিষ্যতের ডা. রুবান!

প্রকৃত বন্ধু

আমাদের জীবনের প্রতিটি সম্পর্ক হয় জন্মসূত্রে, নয়তো পরিস্থিতির কারণে গড়ে ওঠে। কিন্তু বন্ধুত্ব একেবারেই আলাদা—এটি এমন একটি সম্পর্ক, যা আমরা নিজেরাই বেছে নিই। তবুও যাদের আমরা সবচেয়ে কাছের বন্ধু মনে করি, তারা কখনও কখনও আমাদের হতাশ করতে পারে বা পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে দূরে সরে যেতে পারে। কিন্তু এমন একজন বন্ধু আছেন, যিনি কখনো আমাদের ছেড়ে যান না, কখনো পরিবর্তিত হন না এবং জীবনের প্রতিটি ঋতুতে আমাদের সঙ্গে থাকেন—তিনি হলেন যীশু।

বন্ধুরা আমাদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। তারা আমাদের উত্তম মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে, আবার ভুল পথেও পরিচালিত করতে পারে। একজন ভালো পরিবারে জন্ম নেওয়া মানুষও ভুল বন্ধুদের সঙ্গের কারণে নিজের জীবন ধ্বংস করে ফেলতে পারে। অন্যদিকে, সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে বেড়ে ওঠা একজন মানুষও ঈশ্বরভীরু বন্ধুদের প্রভাবে একটি অর্থবহ ও সফল জীবন গড়ে তুলতে পারে।

যীশুর দৃষ্টান্তে ছোট ছেলে একজন। স্নেহশীল ও ধার্মিক পিতার সন্তান ছিল। সেই পিতা এমনকি তাঁর দাসদেরও পরিবারের সদস্যদের মতো আচরণ করতেন। কিন্তু ভুল বন্ধুদের প্রভাবে সে ভুল পথ বেছে নিল, বেপরোয়া জীবনযাপন করল এবং **অপব্যয়ী পুত্রে** (Prodigal Son) পরিণত হলো।

বাইবেল আমাদের সতর্ক করে বলে, **"প্রতারিত হয়ো না; কুসঙ্গ ভালো চরিত্র নষ্ট করে।" (১ করিন্থীয় ১৫:৩৩)**

সে যদিও একটি ভালো পরিবারের সন্তান ছিল, তবুও অসুস্থ বন্ধুত্ব তাকে পাপের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তাই কাকে আমরা বন্ধু হিসেবে বেছে নিচ্ছি এবং কার পরামর্শ শুনছি, সে বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। ভুল বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে আমাদের জীবনকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

যখন মোশি ইস্রায়েলীয়দের প্রতিজ্ঞাত দেশের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি কনান দেশ অনুসন্ধানের জন্য বারোজন গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে যিহোশূয় ও কালেবও ছিলেন। এই দুই ব্যক্তি সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রেখেছিলেন এবং বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

প্রকৃত বন্ধুরা আমাদের ঈশ্বরের আরও নিকটে নিয়ে যায়। তারা আমাদের ঈশ্বর থেকে দূরে সরিয়ে দেয় না বা আপস করতে উৎসাহিত করে না। বরং তারা আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে এবং জীবনের প্রতিটি সময়ে আমাদের পাশে থাকে।

এমনকি যিহোশূয় ও কালেব যখন প্রবল বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিলেন, তখনও তারা বিশ্বাসে অটল ছিলেন। তারা কখনো ঈশ্বরকে ছেড়ে দেননি, আবার একে অপরকেও ত্যাগ করেননি। **বাইবেল বলে: "বন্ধু সব সময় ভালোবাসে।" — হিতোপদেশ ১৭:১৭**

মোশির মৃত্যুর পর যিহোশূয়াকে ইস্রায়েল জাতির নেতা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। ক্যালেবও সেই দায়িত্বের জন্য সমানভাবে যোগ্য ছিলেন। তবুও তিনি কখনো যিহোশূয়ার প্রতি ঈর্ষান্বিত হননি। বরং শেষ পর্যন্ত আন্তরীকভাবে তাঁর নেতৃত্বকে সমর্থন করেছিলেন। যখন আপনার কোনো বন্ধু পড়াশোনা, কর্মজীবন বা জীবনের অন্য কোনো ক্ষেত্রে আপনার চেয়ে এগিয়ে যায়, তখন প্রকৃত বন্ধুত্বের পরীক্ষা হলো—আপনি কি তার সাফল্যে আন্তরীকভাবে আনন্দিত হতে পারেন? দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব সেখানে গড়ে ওঠে, যেখানে অহংকারের কোনো স্থান নেই।

আপনি যখন আপনার স্বপ্নের পথে এগিয়ে যাবেন, তখন ক্যালেবের মতো বন্ধু বেছে নিন—যারা আপনাকে বলবে, **"তুমি পারবে,"** তাদের নয় যারা বলে, **"তোমার দ্বারা কখনো হবে না।"** যিহোশূয়া ও ক্যালেব মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বন্ধুত্বের অসাধারণ উদাহরণ হতে পারেন। কিন্তু তাঁদের দুজনের চেয়েও মহান একজন বন্ধু আছেন—**যীশু**।

আপনার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও কখনো কখনো ব্যস্ত থাকতে পারে বা আপনার পাশে থাকতে নাও পারে। কিন্তু যীশু সব সময় আপনার জন্য উপলব্ধ। প্রতিটি পরিস্থিতিতে এবং প্রতিটি মুহূর্তে তিনি সেই বন্ধু, যিনি কখনো আপনাকে ছেড়ে যান না। শুধু তাই নয়, যখন আমরা পথভ্রষ্ট হই এবং পাপের পথে চলতে শুরু করি, তখন তিনি ভালোবাসার সঙ্গে আমাদের সংশোধন করেন এবং সঠিক পথে ফিরিয়ে আনেন।

তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন: **"আমি তোমাকে শিক্ষা দেব এবং যে পথে তোমার চলা উচিত সেই পথ দেখাব; আমার স্নেহময় দৃষ্টিতে তোমাকে পরামর্শ দেব।" — গীতসংহিতা ৩২:৮**

আমার প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, প্রকৃত বন্ধু সে নয়, যে শুধু আপনার সুখের সময় পাশে থাকে। প্রকৃত বন্ধু সেই, যে পুরো পৃথিবী আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও আপনার পাশে অটল থাকে। সেই প্রকৃত বন্ধু একমাত্র যীশুই হতে পারেন। আর কেউ নন। তিনি আমাদের এই চমৎকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন: "দেখো, যুগের শেষ পর্যন্ত আমি সব সময় তোমাদের সঙ্গে আছি।" — মথি ২৮:২০

তাই, বন্ধু বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিচক্ষণ হোন। তবে সর্বোপরি, যীশুর সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলুন—কারণ তিনিই সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু, যাকে আপনি জীবনে কখনো পেতে পারেন।

দাউদের বন্ধু বনাম খ্রীষ্টের বন্ধু একটি তুলনা

বিশ্বস্ত বন্ধু যারা তিক্ততার কারণে বিশ্বাসঘাতক হয়ে উঠেছিল

অহীতোফেল ছিলেন রাজা দাউদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত পরামর্শদাতাদের একজন। তিনি বৎশেবার আত্মীয় ছিলেন এবং অসাধারণ প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। বাইবেলে বলা হয়েছে, তাঁর পরামর্শ চাওয়া যেন স্বয়ং ঈশ্বরের কাছে পরামর্শ চাওয়ার সমান ছিল (**২ শমূয়েল ১৬:২৩**)।

কিন্তু যখন দাউদের পুত্র অবশালোম তাঁর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল, তখন অহীতোফেল বহু বছর ধরে যাঁর বিশ্বস্ত সেবক ছিলেন, সেই রাজা দাউদের বিরুদ্ধেই দাঁড়ালেন। দাউদের সবচেয়ে কঠিন সময়ে তাঁর পাশে থাকার পরিবর্তে তিনি অবশালোমকে দাউদকে কীভাবে পরাজিত করে সিংহাসন দখল করা যায়, সেই পরামর্শ দিলেন। পরে যখন তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করা হলো না, তখন তিক্ততা ও আহত অহংকার তাঁকে গ্রাস করল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মহত্যা করলেন (**২ শমূয়েল ১৭:২৩**)।

যিহূদা ইস্কারিয়োত সাড়ে তিন বছর ধরে যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে পথ চলেছিলেন। তিনি অসংখ্য অলৌকিক কাজ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুলো শুনেছিলেন এবং শিষ্যদের অর্থের দায়িত্বও তাঁর ওপর অর্পিত ছিল। এমনকি যিহূদা যখন যীশুকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে এসেছিলেন, তখনও যীশু তাঁকে **"বন্ধু"** বলে সম্বোধন করেছিলেন। কিন্তু লোভ ও আত্মিক কঠোরতায় অন্ধ হয়ে যিহূদা খ্রীষ্টের ভালোবাসার গভীরতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন। তিনি মাত্র ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে তাঁর প্রভুকে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। পরে সত্যিকারের অনুতাপের পরিবর্তে গভীর অনুশোচনায় ভুগে তিনি নিজের জীবন শেষ করে দেন। এর ফলে তিনি সেই অনন্ত সম্মান ও সেবার সুযোগ হারান, যা অন্য এগারোজন প্রেরিত বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন।

বিশ্বাসঘাতকতার মনোভাব প্রায়ই শুরু হয় এক ক্ষমাহীন হৃদয়, আহত অহংকার বা গোপন পাপ থেকে। তাই এই ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিতে যীশুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা উচিত। একই সঙ্গে, আমরা যদি খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার পথে এমন মানুষের মুখোমুখি হই যারা আমাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করে, তবে যীশুর মতোই আমাদের উচিত প্রজ্ঞা ও ভালোবাসার সঙ্গে তাদের প্রতি আচরণ করা।

পড়ুন: ইব্রীয় ১২:১৫; হিতোপদেশ ২৭:৬; লূক ১৭:৩

চুক্তিবদ্ধ বন্ধু যারা শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত ছিল

যোনাথন, রাজা শৌলের পুত্র, দাউদকে নিজের প্রাণের মতো ভালোবাসতেন। যদিও ইস্রায়েলের সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন তিনি, তবুও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পরবর্তী রাজা হিসেবে ঈশ্বর দাউদকেই মনোনীত করেছেন।

ঈর্ষা বা রাজত্বের আকাঙ্ক্ষাকে নিজের হৃদয় শাসন করতে না দিয়ে, তিনি স্বেচ্ছায় নিজের ব্যক্তিগত অধিকার ত্যাগ করেছিলেন। শৌলের ক্রোধ থেকে দাউদকে রক্ষা করার জন্য নিজের জীবনকেও ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছিলেন এবং দাউদের সঙ্গে করা প্রতিটি প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি বিশ্বস্ততার সঙ্গে রক্ষা করেছিলেন। তাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল **বিশ্বস্ততা, নম্রতা এবং আত্মত্যাগী ভালোবাসার** ওপর।

বাপ্তিস্মদাতা যোহন, যিনি যীশু খ্রীষ্টের আগমনের অগ্রদূত ছিলেন, তিনিও একই ধরনের চুক্তিভিত্তিক বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি মাতৃগর্ভ থেকেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন এবং অসংখ্য মানুষের শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করেছিলেন। তবুও তিনি কখনো নিজের জন্য সম্মান বা খ্যাতি খোঁজেননি। বরং তিনি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন: **"তাঁর বৃদ্ধি হওয়া উচিত, আর আমার হ্রাস হওয়া উচিত।"** তিনি নিজেকে বর-কর্তার (খ্রীষ্টের) একজন বন্ধু ছাড়া আর কিছুই মনে করতেন না। নিজের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরিবর্তে মানুষকে খ্রীষ্টের দিকে পরিচালিত করাতেই তিনি সর্বোচ্চ আনন্দ খুঁজে পেতেন। একইভাবে, যারা আন্তরিক ভক্তির সঙ্গে যীশুকে অনুসরণ করেছিলেন, সেই শিষ্যদেরও যীশু তাঁর **বন্ধু** বলে অভিহিত করেছিলেন। যিহূদা ছাড়া, তারা সবাই শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টের সঙ্গে করা তাদের অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। তারা নির্যাতন, কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করেছিলেন এবং তাঁদের অধিকাংশই শহীদ হিসেবে নিজের রক্ত দিয়ে তাঁদের সাক্ষ্যকে সীলমোহর দিয়েছিলেন। এমনকি আজও, স্বর্গে তারা তাঁর সামনে নিজেদের মুকুট নত করে রাখেন এবং যাঁর বিশ্বস্ত সেবা করেছেন, সেই প্রভুকেই সমস্ত মহিমা ও সম্মান প্রদান করেন (**প্রকাশিত বাক্য ৪:১০–১১**)।

আমাদের জন্য শিক্ষা

আমরাও যেন খ্রীষ্টের সঙ্গে করা আমাদের অঙ্গীকারের প্রতি শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকি এবং কেবল তাঁকেই সেই মহিমা দিই, যা তাঁর প্রাপ্য। আমরা তাঁর বন্ধু, এবং চিরকাল তাঁর বন্ধুই থাকব। একইভাবে, আমরা যেন মানুষের সঙ্গে করা প্রতিশ্রুতিগুলোকেও সম্মান করি; কখনো বিশ্বাসের বন্ধন ভঙ্গ না করি, বরং প্রতিটি সম্পর্কের মধ্যে **ঐক্য, বিশ্বস্ততা এবং আন্তরিক সহভাগিতা** বজায় রাখি। **পাঠ করুন: হিতোপদেশ ১৮:২৪; যোহন ৩:৩০; যোহন ১৫:১৫; প্রকাশিত বাক্য ৪:১০–১১**

হাই বন্ধুরা! সবাই কেমন আছো? আমার মনে হয় এমন খুব কম মানুষই আছে যারা কখনও বিস্ময়ের সঙ্গে আকাশের তারার দিকে তাকায়নি বা তাদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়নি। তাই না?
এই মাসের "বিজ্ঞান ও বাইবেল" সংখ্যায় আমরা তারাদের বিস্ময়কর জগৎ সম্পর্কে জানব।
তাহলে, তোমরা কি প্রস্তুত? চল শুরু করা যাক!

১. তারাগুলো কী দিয়ে তৈরি?

তারাগুলো প্রধানত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে গঠিত। তাদের কেন্দ্রের গভীরে নিউক্লিয়ার ফিউশন (পারমাণবিক সংযোজন) নামে একটি প্রক্রিয়া ঘটে, যার ফলে প্রচুর পরিমাণে আলো ও তাপ উৎপন্ন হয়।

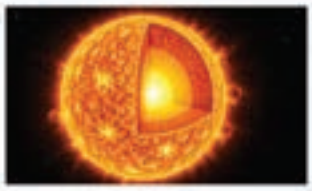

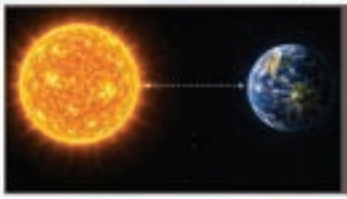

২. সূর্য ও একটি তারা

আমরা প্রতিদিন যে সূর্য দেখি, সেটি একটি সাধারণ জি-টাইপ (G-type) হলুদ তারা। এটি পৃথিবী থেকে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন (১৫ কোটি) কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

৩. আমাদের ছায়াপথে কোটি কোটি তারা

বিজ্ঞানীদের ধারণা, শুধুমাত্র আমাদের আকাশগঙ্গা (মিল্কি ওয়ে) ছায়াপথেই ১০০ বিলিয়নের (প্রায় ১০,০০০ কোটি) বেশি তারা রয়েছে।

৪. তারাদেরও একটি জীবনচক্র আছে

মানুষের মতো তারার ও একটি জীবনচক্র রয়েছে। তারা গ্যাস ও ধূলিকণার বিশাল মেঘের মধ্যে জন্ম নেয়, লক্ষ লক্ষ বা এমনকি কোটি কোটি বছর বেঁচে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত বিস্ফোরিত হয়ে অথবা সংকুচিত হয়ে তাদের জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

৫. তারার রং তার তাপমাত্রা প্রকাশ করে

- নীল তারা — অত্যন্ত উত্তপ্ত
- সাদা তারা — খুবই উত্তপ্ত
- হলুদ তারা — মাঝারি তাপমাত্রার (আমাদের সূর্যের মতো)
- লাল তারা — তুলনামূলক ভাবে শীতল

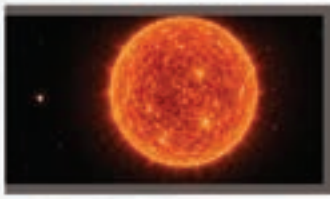

৬. কিছু তারা আকারে বিশাল

কিছু অতিবৃহৎ তারা (Supergiant) আমাদের সূর্যের চেয়ে শত শত, এমনকি হাজার হাজার গুণ বড় হতে পারে।

৭. তারার আয়ুষ্কাল

কম ভরের তারাগুলো তাদের জ্বালানি অনেক ধীরে ব্যবহার করে, তাই তারা লক্ষ কোটি (ট্রিলিয়ন) বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। অন্যদিকে, বেশি ভরের তারাগুলো দ্রুত জ্বালানি শেষ করে ফেলে এবং মাত্র কয়েক মিলিয়ন (দশ লক্ষ) বছর বেঁচে থাকে।

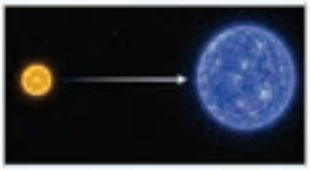

৮. সুপারনোভা — এক মহাবিস্ফোরণ

কিছু তারা যখন তাদের জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন তারা সুপারনোভা নামে পরিচিত এক মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে বিস্ফোরিত হয়। এটি মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বিস্ফোরণ গুলোর একটি। এই বিস্ফোরণ নতুন তারা ও গ্রহের সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯. কিছু তারার আলো অনেক প্রাচীন

আলো মহাশূন্যে চলতে সময় নেয়। তাই আমরা আজ যে কিছু তারার আলো দেখি, সেই আলো আসলে শত শত বা হাজার হাজার বছর আগে যাত্রা শুরু করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, সেই তারাগুলোর কিছু হয়তো এখন আর অস্তিত্বেই নেই, তবুও তাদের আলো এখনও আমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে।

চমকপ্রদ তথ্য

পরিষ্কার রাতে মানুষের খালি চোখে মাত্র ২,০০০ থেকে ৫,০০০টি তারা দেখা যায়।

তবে বিজ্ঞানীদের ধারণা, মহাবিশ্বে মোট তারার সংখ্যা পৃথিবীর সব সমুদ্রসৈকতের বালুকণার সংখ্যার চেয়েও বেশি হতে পারে।

"আকাশের দিকে তাকাও এবং তারাগুলো গুনে দেখ—যদি গুনতে পারো।" — আদিপুস্তক ১৫:৫

তারাগুলো আমাদের বিস্মিত করে, তাই না? ঈশ্বরের সৃষ্টি করা তারাগুলো যদি এত মহিমান্বিত হয়, তাহলে আমাদের সৃষ্টিকর্তা কতই না গৌরবময় ও মহৎ!

"যারা অনেককে ধার্মিকতার পথে নিয়ে আসে, তারা অনন্তকাল তারার মতো জ্বলজ্বল করবে।" — দানিয়েল ১২:৩

প্রাচীনকালে নাবিক, ভ্রমণকারী এবং বিশাল মরুভূমি অতিক্রমকারী মানুষ পথ খুঁজে নিতে তারার ওপর নির্ভর করত। বিশেষ করে ধ্রুবতারা (Polaris) তাদের প্রকৃত উত্তর দিক নির্ণয় করতে এবং সঠিক পথে থাকতে সাহায্য করত।

যিশুর জন্মের সময় একটি বিশেষ তারা জ্ঞানী ব্যক্তিদের তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। একইভাবে, আজও অসংখ্য তরুণ-তরুণী পাপের অন্ধকারে পথ হারিয়ে সঠিক পথ সম্পর্কে অনিশ্চিত। খ্রীষ্টের অনুসারী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো তাদের যিশুর কাছে—অর্থাৎ সত্য পথের দিকে পরিচালিত করা।

ঈশ্বর আলোকে অন্ধকার থেকে পৃথক করার জন্য তারাগুলো সৃষ্টি করেছিলেন। একইভাবে, আমাদেরও আলোর সন্তান হিসেবে জীবনযাপন করতে হবে, অন্ধকার পৃথিবীতে উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে হবে এবং আমাদের জীবন দিয়ে পাপ ও পবিত্রতার পার্থক্য তুলে ধরতে হবে।

একটি তারা মারা যাওয়ার পরও তার আলো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। একইভাবে, আমরা যখন পাপের প্রতি মৃত্যুবরণ করি, তখনই পবিত্রতার আলো আমাদের মাধ্যমে জ্বলতে পারে এবং অনেক মানুষকে সত্যের পথে পরিচালিত করতে পারে।

(গবেষণা চলমান...)

পর্বত অতিক্রম করা সুসমাচার

১৮৮৬ সালে লন্ডনে জন্মগ্রহণকারী জেমস আউট্রাম ফ্রেজার-এর জীবন যেন একটি সফল কর্মজীবনের জন্যই নির্ধারিত ছিল। তিনি ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন থেকে প্রকৌশলে স্নাতক ছিলেন এবং একজন প্রতিভাবান পিয়ানো বাদকও ছিলেন। তাঁর সামনে আরাম দায়ক ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের সব সুযোগই ছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর জন্য ভিন্ন পরিকল্পনা করেছিলেন।

তাঁর মা **অ্যানি ফ্রেজার** আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতেন যেন তাঁর সন্তানদের মধ্যে একজন মিশনারি হন। কলেজে পড়ার সময় জেমস **হাডসন টেলর**-এর জীবনী পড়েন, এবং তখন ঈশ্বর তাঁর হৃদয়ে এমন আহ্বান জাগিয়ে তোলেন যে তিনি সবকিছু ছেড়ে চীনে সুসমাচার প্রচার করতে যান।

সবকিছুর ঊর্ধ্বে এক আহ্বান

১৯০৮ সালে, মাত্র **২২ বছর** বয়সে, জেমস চীনে পৌঁছান। তিনি বুঝতে পারেন যে, শুধু প্রচার করাই যথেষ্ট নয়; মানুষের কাছে পৌঁছাতে হলে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি জানতে হবে। তাই তিনি চীনা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মানিয়ে নেন। তিনি বাজারে মানুষের কথোপকথন মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং মানুষকে নিজের মতো হতে বাধ্য না করে, নিজেই তাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

যখনই একাকীত্ব বা নিরুৎসাহ তাঁকে গ্রাস করত, তিনি প্রার্থনা, উপাসনা এবং ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করার জন্য পাহাড়ে নির্জনে চলে যেতেন। সেই নীরব মুহূর্তগুলোই তাঁর শক্তির উৎস হয়ে উঠেছিল।

প্রচার করার আগে মানুষের হৃদয় জয়

পরবর্তীতে জেমস দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী **লিসু (Lisu)** উপজাতির মানুষের কাছে পরিচালিত হন। তিনি তাদের মাঝেই বসবাস করেন, তাদের খাবার ভাগ করে খান, তাদের ভাষা শেখেন, তাদের সংস্কৃতিকে সম্মান করেন এবং আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

তিনি বিশ্বাস করতেন, **সুসমাচার কখনোই কোনো বিদেশি সংস্কৃতির সঙ্গে আবদ্ধ থাকা উচিত নয়; বরং মানুষের কাছে এমনভাবে পৌঁছে দিতে হবে, যাতে তারা তা সত্যিই বুঝতে পারে।** এই মনোভাব ও কাজের মাধ্যমে তিনি লিসু জনগণের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন।

পরিচর্যার (মিনিস্ট্রির) পেছনের সংগ্রাম

লিসু জনগণের কাছে পৌঁছাতে জেমসকে দুর্গম পাহাড়, বিপজ্জনক নদী এবং কঠিন পরিবেশ অতিক্রম করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় সংগ্রাম ছিল আত্মিক। প্রথমদিকে খুব কম মানুষই সুসমাচার গ্রহণ করেছিল। আর যারা বিশ্বাস করেছিল, তাদের অনেকেই পরে তীব্র বিরোধিতা, পরিবারের প্রত্যাখ্যান এবং বিশ্বাস ত্যাগ করার চাপের মুখোমুখি হয়েছিল।

জেমস নিজেও অসুস্থতা, নিরুৎসাহ এবং দীর্ঘ একাকীত্বের সময় পার করেছিলেন। কিন্তু এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, পরিচর্যায় সবচেয়ে বড় বিজয় প্রথমে প্রার্থনার মাধ্যমে অর্জিত হয়। শুধু প্রচারের ওপর নির্ভর না করে, তিনি সারা বিশ্বের বহু প্রার্থনা সঙ্গীকে একত্রিত করেছিলেন, যারা বিশ্বস্তভাবে লিসু জনগণের জন্য মধ্যস্থতা করে প্রার্থনা করতেন। ফলে মিশনারিরা পৌঁছানোর আগেই ঈশ্বর মানুষের হৃদয় প্রস্তুত করতে শুরু করেছিলেন।

যখন প্রার্থনা পুনর্জাগরণ নিয়ে এল

১৯১৩ সালে প্রথম লিসু ব্যক্তি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। ১৯১৮ সালের মধ্যে ১২৯টি পরিবারের **৬০০-এরও বেশি বিশ্বাসী** খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিলেন। এই আত্মিক পুনর্জাগরণ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯২৯ সালে জেমস সহকর্মী মিশনারি **রক্সি ডাইমন্ড**-কে বিয়ে করেন। তাঁদের দুই কন্যাসন্তান কে নিয়ে তারা বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের সেবা করে যান। ১৯৩০-এর দশকে লিসু সমাজে এক শক্তিশালী আত্মিক জাগরণ দেখা দেয়। স্থানীয় বিশ্বাসীরা সাহসের সঙ্গে নিজেদের লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে শুরু করেন।

জেমস নিজের চারপাশে পরিচর্যা গড়ে তোলার পরিবর্তে স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার ওপর জোর দেন। তিনি পালক (পাস্টর) প্রশিক্ষণ দেন, গ্রামের সুসমাচার প্রচারকদের উৎসাহিত করেন, স্থানীয় মণ্ডলী গুলোকে শক্তিশালী করেন এবং এমন মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেন, যেগুলো **নিজেদের পরিচালনা, নিজেদের আর্থিক সহায়তা এবং নিজেরাই সুসমাচার প্রচার** করতে সক্ষম ছিল।

এক জীবনের পরেও যে উত্তরাধিকার রয়ে গেছে

জেমস লিসু ভাষার জন্য একটি লিখিত বর্ণমালা তৈরিতে সাহায্য করেছিলেন, যা বর্তমানে **ফ্রেজার বর্ণমালা (Fraser Alphabet)** নামে পরিচিত। এর ফলে বাইবেল অনুবাদ, স্তোত্র রচনা এবং খ্রিস্টীয় সাহিত্য প্রকাশ সম্ভব হয়, পাশাপাশি লিসু ভাষা ও সংস্কৃতিও সংরক্ষিত হয়।

তাঁর পরিচর্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল:

- মানুষের মাতৃভাষায় সুসমাচার প্রচার।
- সুসমাচার না-শোনা জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো।
- আন্তরিক ও বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক গড়ে তোলা।
- মণ্ডলী স্থাপন ও শক্তিশালী করা।
- স্থানীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- বাইবেল অনুবাদে অবদান রাখা।
- ফ্রেজার বর্ণমালা উন্নয়ন করা।
- বাইবেলের সত্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য গান ব্যবহার করা।
- প্রার্থনা ও আত্মিক পুনর্জাগরণকে উৎসাহিত করা।

“পর্বতের ওপর সুসংবাদ বহনকারীর পদ কতই না সুন্দর!”
— যিশাইয় ৫২:৭

১৯৩৮ সালে, ৫২ বছর বয়সে, জেমস ফ্রেজার প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান। কিন্তু তিনি যে বীজ বপন করেছিলেন, তা আজও ফল দিচ্ছে। বর্তমানে **চীন, মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডে** লক্ষ লক্ষ লিসু বিশ্বাসী যিশু খ্রীষ্টের অনুসারী। তাঁর জীবন আজও প্রার্থনা, সংস্কৃতিকে বোঝা এবং শিষ্যত্বের এক শক্তিশালী সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে।

জেমস ফ্রেজার একসময় একজন প্রকৌশলী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে ব্যবহার করেছিলেন একটি সমগ্র জনগোষ্ঠীর আত্মিক ইতিহাস পরিবর্তন করার জন্য। তরুণ বন্ধুরা, ঈশ্বর তোমাদের শিক্ষা, প্রতিভা, পেশা ও দক্ষতাকে তাঁর রাজ্যের কাজে ব্যবহার করতে পারেন—অথবা তিনি তোমাদের এমন পথে পরিচালিত করতে পারেন, যা তোমরা কখনও কল্পনাও করোনি। তোমার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করো। ইতিহাস প্রমাণ করে, ঈশ্বরের আহ্বানে সম্পূর্ণ বাধ্য একজন তরুণ বহু প্রজন্মকে প্রভাবিত করতে পারে। কল্পনা করো, যদি প্রত্যেক বিশ্বাসী একটি গ্রাম, একটি কলেজ ক্যাম্পাস বা কোনো সুসমাচার-না-শোনা জনগোষ্ঠীর সেবার দায়িত্ব নিত এবং প্রার্থনা, সহমর্মিতা ও অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করত, তবে ঈশ্বর কী করতে পারতেন! **পরবর্তী মহান আত্মিক পুনর্জাগরণ হয়তো একজন সম্পূর্ণ সমর্পিত মানুষের জীবন থেকেই শুরু হতে পারে।**

একজন প্রকৃত বন্ধু

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম **এপস্টেইন ফাইলস** নিয়ে নানা আলোচনায় সরব ছিল। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বিভিন্ন কারণে বিশ্বের কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা ও ধনকুবেরের একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে কথিত সম্পর্ক। এসব প্রতিবেদনের ফলে তাদের অনেকেই ব্যাপক সমালোচনা ও জনসমক্ষে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। এই ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল **ভুল বন্ধুত্বের প্রভাব**।

বিশ্বের অন্যতম পরিচিত উদ্যোক্তা ও সমাজসেবী **বিল গেটস**-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে তিনি প্রায় চার বছর **জেফরি এপস্টেইন**-এর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন বলে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি বলেন, **"তার সঙ্গে আমার প্রতিটি সাক্ষাৎই ছিল একটি ভুল... আমি তার সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য অনুতপ্ত।"**

তিনি আরও স্বীকার করেন যে, দাতব্য ও আর্থিক উদ্যোগ নিয়ে তারা একসঙ্গে যে পরিকল্পনাগুলো করেছিলেন, সেগুলোর শেষ পর্যন্ত কোনো ফল হয়নি। একটু ভেবে দেখুন—**একটি ভুল বন্ধুত্বই বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী কিছু মানুষকে সমালোচনা ও লজ্জার মুখে ফেলেছিল।**

আমরা শেষ সময়ে বাস করছি। দুই হাজার বছরেরও বেশি আগে বাইবেল সতর্ক করেছিল যে, মানুষ আত্মপ্রেমী, অর্থপ্রেমী, নিষ্ঠুর, পিতামাতার অবাধ্য, স্বাভাবিক স্নেহহীন, আত্মসংযমহীন, হিংস্র ও বেপরোয়া হবে (**২ তীমথিয় ৩:১–৫**)। তাই পবিত্রশাস্ত্র আমাদের এ ধরনের মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানায়।

গত জুন মাসে **তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গা জেলায়** একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। দশম শ্রেণির এক ছাত্রকে গুরুতর আঘাতের চিহ্নসহ একটি জলাশয় থেকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তদন্তে জানা যায়, কিছু বয়সে বড় বন্ধুদের সঙ্গে সামান্য একটি তর্ক-বিতর্ক ধীরে ধীরে সহিংসতায় রূপ নেয় এবং শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যুর কারণ হয়।

ভাবুন তো। বাইবেল বলে, **প্রকৃত বন্ধু বিপদের সময় সাহায্য করে।** কিন্তু

আজকাল অনেক সময় বন্ধুরাই সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি, যেখানে মানুষ প্রায়ই নিজেদের স্বার্থ পূরণের জন্য অন্যকে ব্যবহার করে, বিপদ এলে তাকে পরিত্যাগ করে এবং নিজেদের বাঁচানোর জন্য পালিয়ে যায়। তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, বাইবেল এই সময়কে **"ভয়ংকর সময়"** বলে বর্ণনা করেছে।

যীশু জানতেন যে, এই পৃথিবীর সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী, কেবল পিতার অটল ভালোবাসাই চিরস্থায়ী। তাই তিনি **লূক ১৫ অধ্যায়ে অপব্যয়ী পুত্রের (Prodigal Son)** দৃষ্টান্ত বলেছিলেন। ছোট ছেলে তার পিতার স্নেহময় আশ্রয় ছেড়ে অন্যত্র বন্ধু ও সঙ্গ খুঁজতে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেই সঙ্গীরাই তাকে শুধু পাপপূর্ণ জীবনে নিয়ে যায়নি, বরং সবকিছু হারানোর পর তাকে পরিত্যাগও করেছিল। ভগ্নহৃদয়, লজ্জিত, অপরাধ বোধে ভারাক্রান্ত এবং নিজের প্রতি ঘৃণায় পূর্ণ হয়ে সে শূকরের খাবারের পাশে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছিল।

প্রিয় বন্ধুরা, পৃথিবী ঠিক এভাবেই কাজ করে। প্রথমে এটি মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়, তারপর তাকে অপমানিত করে। বাইবেল বলে, **"সমস্ত জগৎ সেই দুষ্টের অধীনে পড়ে আছে।" — ১ যোহন ৫:১৯**

শয়তান প্রথমে মানুষকে পাপে প্রলুব্ধ করে, তারপর সেই পাপের জন্যই তাকে দোষী সাব্যস্ত করে। কিন্তু এমন একটি বন্ধুত্ব আছে যা কখনো ব্যর্থ হয় না। সেটি হলো **যিশুর সঙ্গে** এবং তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব। বিশ্বাসের পিতা **আব্রাহামকে "ঈশ্বরের বন্ধু"** বলা হয়েছিল (**যাকোব ২:২৩**)। **মোশি**, যিনি ইস্রায়েল জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনিও ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব উপভোগ করেছিলেন (**যাত্রাপুস্তক ৩৩:১১**)। যীশু নিজেও তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন—**"আমি আর তোমাদের দাস বলি না... বরং তোমাদের বন্ধু বলেছি।"** আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, **"তাহলে কি এরা কখনো ভুল করেননি?"** অবশ্যই করেছেন। তারা বহুবার ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করেছিলেন, অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের বাধ্য হতে বেছে নিয়েছিলেন।

তারা কখনো নিজেরা দাবি করেননি যে তারা ঈশ্বরের বন্ধু। বরং ঈশ্বর নিজেই তাদের তাঁর বন্ধু বলে ডাকেছিলেন।

ঈশ্বর বারবার তাদের ব্যর্থতার কথা স্মরণ করিয়ে দেননি বা তাদের ভুলের জন্য লজ্জিত করেননি, কারণ **ভালোবাসা বহু পাপ ঢেকে রাখে।** প্রেমময় ঈশ্বরও আপনার ব্যর্থতাকে প্রকাশ করে আনন্দ পান না। আপনি যদি তাঁর ভালোবাসার আশ্রয়ে ফিরে আসেন, তবে প্রচুর ক্ষমা লাভ করবেন।

যিশু কোনো সাধারণ বন্ধু নন। আমরা যখন নিজেদেরও ভালোবাসতে পারিনি, তখনও তিনি আমাদের ভালোবেসেছেন। তিনি আমাদের স্থানে দাঁড়িয়েছেন, আমাদের শাস্তি নিজের ওপর নিয়েছেন এবং আমাদের জন্য নিজের জীবন দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় পাপ হলো সেই ব্যক্তিকে ভালোবাসতে না পারা, যিনি আমাদের এত নিঃশর্তভাবে ভালোবেসেছেন। এটাই আমাদের বন্ধু এবং আমাদের আত্মার রাখাল যিশুর অপরিমেয় ভালোবাসা।

এই ভাঙা পৃথিবীতে সত্যিকারের বন্ধু খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। তাই যদি মনে হয় আপনার কোনো প্রকৃত বন্ধু নেই, তাহলে নিরুৎসাহিত হবেন না। এমনকি **যিহূদা**, যে যিশুকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে এসেছিল, তাকেও যিশু **"বন্ধু"** বলে সম্বোধন করেছিলেন।

একইভাবে, আমাদেরও অন্যদের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে তাদের ভালোবাসার চেষ্টা করা উচিত। যতটা সম্ভব, আমরা যিশুর উদাহরণ অনুসরণ করি, যিনি তাঁর শত্রুদেরও বন্ধুতে পরিণত করতে এসেছিলেন। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে জ্ঞানীর মতো ক্ষতিকর বন্ধুত্ব থেকে দূরে থাকি (**হিতোপদেশ ২৪:১**)।

সমাপনী বার্তা

"সমস্ত পৃথিবী লাভ করে যদি নিজের প্রাণ হারাতে হয়, তবে তাতে কী লাভ? তাই প্রতিদিন বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকো। কবুতরের মতো নির্দোষ এবং সাপের মতো জ্ঞানী হও। শেষ পর্যন্ত যিশুই একমাত্র বন্ধু, যিনি কখনো তোমাকে ছেড়ে যাবেন না।"

"একজন প্রকৃত বন্ধু ভালোবাসা নিয়ে তোমার পাশে থাকে, যখন পৃথিবী তোমাকে ছেড়ে চলে যায়।"
"একজন প্রকৃত বন্ধু অন্যরা যখন তোমাকে দোষারোপ করে, তখনও ভালোবাসার সঙ্গে তোমাকে সংশোধন করে।"

সংযুক্ত হই, আসুন প্রার্থনা করি!

আগস্ট ২০২৬

ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা

- **এস এস আই/এম এস এম ই (SSI/MSME)** খাত ভারতের মোট শিল্প উৎপাদনের প্রায় ৪০% এবং দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৫০% অবদান রাখে।
- এই খ্যাত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- পোশাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, বেকারি, ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদন শিল্প, আসবাবপত্র তৈরির কারখানা এবং হস্তশিল্পভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো এসএসআই খাতের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

প্রার্থনার বিষয়সমূহ

- আসুন প্রার্থনা করি, যাতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা সময়মতো ঋণ ও আর্থিক সহায়তা পেয়ে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করতে পারেন।
- আসুন প্রার্থনা করি, যাতে কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি, নগদ অর্থের সংকট বা অর্থপ্রবাহের বিলম্বের মতো আর্থিক সমস্যাগুলো তাদের ব্যবসার অগ্রগতিতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।
- আসুন প্রার্থনা করি, যাতে ক্ষুদ্র শিল্পগুলো আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে ওঠে।
- আসুন প্রার্থনা করি, যাতে ঈশ্বর তাদের রক্ষা করেন এবং তাদের পরিশ্রম অনুযায়ী পুরস্কৃত করেন।

ভারতের আদিবাসী জনগোষ্ঠী

- ভারতের **১০ কোটি ৪০ লক্ষ (১০৪ মিলিয়ন)** মানুষ, অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার **৮.৬%**, বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ আদিবাসী জনগোষ্ঠী সমৃদ্ধ দেশ।
- **৪৫.৩% দারিদ্র্যের হার:** গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাসকারী বহু আদিবাসী মানুষ এখনও দারিদ্র্য সীমার নিচে জীবনযাপন করেন।
- **৫৯% সাক্ষরতার হার:** আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার জাতীয় গড়ের তুলনায় এখনও কম।

প্রার্থনার বিষয়সমূহ

- আসুন প্রার্থনা করি, যাতে ভারতের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পৈতৃক জমি খনি প্রকল্প বা শিল্প উন্নয়নের জন্য কেড়ে নেওয়া না হয় এবং তাদের ভূমির অধিকার ও জীবিকা সুরক্ষিত থাকে।
- আসুন প্রার্থনা করি, যাতে তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলা দারিদ্র্য ও ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি পায় এবং সম্মানজনক কর্মসংস্থান ও আর্থিক স্বাবলম্বিতা লাভ করে।
- আসুন প্রার্থনা করি, যাতে দুর্গম গ্রামের আদিবাসী শিশু ও মায়েদের অপুষ্টি দূর হয় এবং তারা বিশুদ্ধ পানীয় জল ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ পায়।
- আসুন প্রার্থনা করি, যাতে আদিবাসী শিশুরা নিজেদের মাতৃভাষায় মানসম্মত শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং একই সঙ্গে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও সম্মান করতে শেখে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে

- যুদ্ধ ও সহিংস সংঘর্ষ বিশ্বব্যাপী খাদ্যসংকটের অন্যতম প্রধান কারণ।
- ইউরিয়া সহ বিভিন্ন রাসায়নিক সারের মূল্যবৃদ্ধি বিশ্বজুড়ে কৃষি উৎপাদনকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন এবং খাদ্য পরিবহনে বিঘ্নের কারণে বিশ্বের অনেক অঞ্চলে খাদ্যসংকট সৃষ্টি হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তা কমে যাওয়ায় বৈশ্বিক খাদ্যসংকটের দীর্ঘমেয়াদি সমাধান বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

প্রার্থনার বিষয়সমূহ

- আসুন প্রার্থনা করি, যাতে দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হয়, প্রভু পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং খাদ্যসামগ্রী যেন বাধাহীনভাবে অভাবগ্রস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে যায়।
- আসুন প্রার্থনা করি, যাতে প্রভু সময়মতো বৃষ্টি দিয়ে পৃথিবীর প্রতি দয়া করেন এবং জলবায়ু পরিবর্তন, ভয়াবহ খরা ও দুর্বল ফসলের ক্ষতিকর প্রভাব দূর করেন।
- আসুন প্রার্থনা করি, যাতে মূল্যবৃদ্ধির কারণে কষ্টে থাকা দরিদ্র ও অসহায় মানুষ সুরক্ষিত থাকে এবং কৃষিপণ্য ও সারের দাম কমে যায়, যাতে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।
- আসুন প্রার্থনা করি, যাতে বিশ্বের নেতারা স্বার্থপরতা ছাড়া কাজ করেন এবং বৈশ্বিক ক্ষুধা দূর করার জন্য ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞান লাভ করেন ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় সাহায্য পৌঁছে দেন।

তরুণদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রতারণা ও বিভ্রান্তি

- পড়াশোনার বাইরে একজন গড়পড়তা তরুণ প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা মোবাইল ফোন ও ডিজিটাল পর্দায় বিনোদনের জন্য সময় ব্যয় করে।
- উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরুণ অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সারাক্ষণ তাদের বন্ধুদের সঙ্গে যুক্ত থাকে।
- তরুণদের মধ্যে মাদক ও অ্যালকোহলের ব্যবহার উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- অনেক তরুণ-তরুণী স্কুলজীবনেই অ্যালকোহল ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক অভ্যাসের সংস্পর্শে আসছে।

প্রার্থনার বিষয়সমূহ

- আসুন প্রার্থনা করি, যাতে তরুণদের মধ্যে মাদক, অ্যালকোহল ও ভ্যাপিংয়ের ক্রমবর্ধমান স্বাভাবিকীকরণ বন্ধ হয় এবং তাদের জীবন ধ্বংস করতে চাওয়া শয়তানের বন্ধন ভেঙে যায়।
- আসুন প্রার্থনা করি, যাতে একাকীত্ব, হতাশা ও নিরাশা থেকে সৃষ্ট শূন্যতা সাময়িক আনন্দে নয়, বরং ঈশ্বরের ভালোবাসায় পূর্ণ হয়।
- আসুন প্রার্থনা করি, যাতে তরুণরা ইন্টারনেটের প্রতারণা ও মোবাইল আসক্তি থেকে মুক্তি পায় এবং শয়তানের কৌশলের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য বিবেচনাবোধ ও আত্মসংযম লাভ করে।
- আসুন প্রার্থনা করি, যাতে তরুণ প্রজন্ম খ্রীষ্ট বিরোধী আত্মা ও এই জগতের প্রভাব থেকে ফিরে এসে ঈশ্বরের সত্যকে জানতে পারে এবং একটি পবিত্র প্রজন্ম হিসেবে গড়ে ওঠে।

স্বপ্ন থেকে গন্তব্যে

ভাই গডউইনের সঙ্গে একটি অনুপ্রেরণাদায়ক সাক্ষাৎকার

তাঁর বাবা-মায়ের স্বপ্ন ছিল, তিনি একদিন একজন ডাক্তার হবেন। কিন্তু গ্রেড নবমে নিজের পছন্দের বিষয় সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আজ তিনি আমেরিকার একটি শীর্ষস্থানীয় আইটি কোম্পানিতে সিনিয়র সিকিউরিটি কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছেন। আসুন, তাঁর কাছ থেকেই শুনি—এই যাত্রাপথে কেমন ছিল, তিনি স্ত্রী-কন্যা চারলোট্টের সুখবাসুটি হয়েছিলেন এবং জীবনকে ঈশ্বর বিশ্বস্ততাবে তাঁকে পথ দেখিয়ে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছেন।

প্রভুর প্রশংসা হোক, ভাই! আপনার পরিবার ও শৈশব সম্পর্কে আমাদের একটু বলবেন?

প্রভুর প্রশংসা হোক! আমার নাম গডসন, এবং আমি তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লি থেকে এসেছি। আমাদের পরিবারে বাবা, মা, আমার বড় ভাই এবং আমি আছি। আমার বাবা-মা দর্জির কাজ করেন, আর আমার বড় ভাই একটি আইটি কোম্পানিতে চাকরি করেন। আমরা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ।

যদিও আমার বাবা-মা আমাদের বড় করে তোলার জন্য অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করেছেন, তবুও তাদের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল ঈশ্বরের প্রতি তাদের অটল ভক্তি।

আমার শৈশবের কথা মনে করলে, আমার বাবা-মায়ের লালন-পালনে আমি **দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪–৯**-এর একটি সুন্দর প্রতিফলন দেখতে পাই। আমরা যখন ঘুমাতে যেতাম, একসঙ্গে হাঁটতাম, ভ্রমণ করতাম কিংবা খাবার খেতে বসতাম—প্রতিটি সময়েই ঈশ্বরের বিষয় নিয়ে কথা বলা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ ছিল।

এমনকি, প্রতিদিন খাবার খাওয়ার আগে আমাদের একটি বাইবেলের পদ মুখস্থ বলতে হতো! খুব ছোটবেলা থেকেই তারা আমাদের জীবনকে ঈশ্বরের বাক্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

দারুণ! যেহেতু আপনার বাবা-মা আপনাকে একটি ঈশ্বরভক্ত পরিবেশে বড় করেছেন, ছোটবেলায় আপনার স্বপ্ন কী ছিল?

নবম শ্রেণি পর্যন্ত আমার নিজের কোনো নির্দিষ্ট স্বপ্ন ছিল না। তাই আমি আমার বাবা-মায়ের স্বপ্নকেই নিজের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। তারা চেয়েছিলেন আমি NEET পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একজন ডাক্তার হই।

এই লক্ষ্য পূরণের জন্য, আমি যখন দশম শ্রেণিতে পড়তাম, তখন তারা ₹৬০,০০০ ঋণ নিয়েছিলেন, যাতে আমি আগেভাগেই দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জীববিজ্ঞানের পাঠ্যসূচি পড়া শুরু করতে পারি। আমার স্বপ্ন পূরণের জন্য তারা তাদের সাধ্যের মধ্যে সবকিছুই করেছিলেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঠিক সেই সময়েই আমি সাইবার সিকিউরিটি-র প্রতি আমার গভীর আগ্রহ আবিষ্কার করি। তবুও, আমার বাবা-মায়ের সবচেয়ে বড় ইচ্ছা ছিল আমি যেন একজন ডাক্তার হই।

শেষ পর্যন্ত কি আপনি আপনার বাবা-মায়ের সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছিলেন?

আমি যখন নবম ও দশম শ্রেণিতে পড়তাম, তখন একদিন কয়েকজন বন্ধুকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছিলাম। সেই কথোপকথনই হ্যাকিং এবং সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কে আমার মধ্যে গভীর কৌতূহল সৃষ্টি করে।

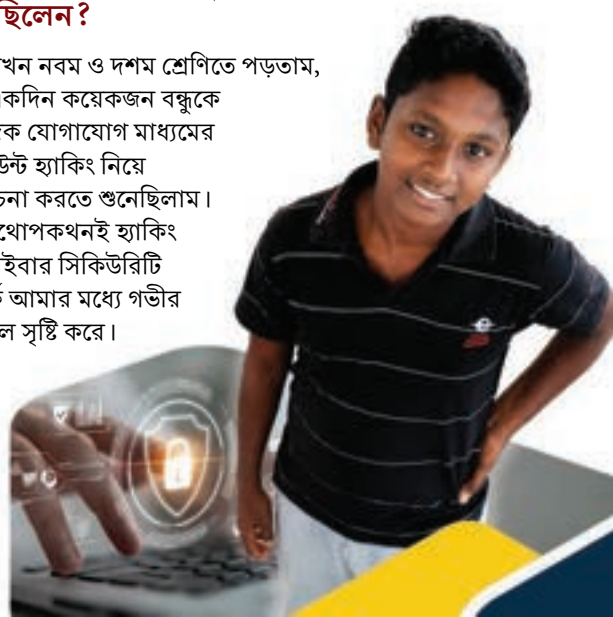

বিষয়টি সম্পর্কে আরও জানার জন্য আমি বাবার মোবাইল ফোন ব্যবহার করে শেখা শুরু করি। কিন্তু আমার কাছে প্রয়োজনীয় ডিভাইস ছিল না, এমনকি বাবার ফোন ব্যবহার করার সুযোগ পাওয়াও খুব সহজ ছিল না তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং নিয়ে কথা বলছিল। সেই কথোপকথনই হ্যাকিং এবং সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কে আমার কৌতূহল জাগিয়ে তোলে।

আমি বিষয়টি সম্পর্কে আরও জানতে চেয়েছিলাম। তাই বাবার মোবাইল ফোন ব্যবহার করে শেখা শুরু করি। কিন্তু আমার কাছে প্রয়োজনীয় ডিভাইস ছিল না, এমনকি বাবার ফোন ব্যবহার করার সুযোগ পাওয়াও সহজ ছিল না। দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময় সরকার শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে ল্যাপটপ দেওয়ার পর সবকিছু বদলে যায়। সেই ল্যাপটপই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

আমার অনেক বন্ধু তাদের ল্যাপটপ মূলত গেম খেলার জন্য ব্যবহার করলেও, আমি আমার ল্যাপটপটি শুধুমাত্র সাইবার সিকিউরিটি শেখার জন্য ব্যবহার করতাম। আমি কী শিখছি, সে বিষয়ে আমার বাবা-মায়ের কোনো ধারণাই ছিল না। যদিও তখন আমার একটি ল্যাপটপ ছিল, তবুও আমার ইন্টারনেট সংযোগ ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর নিখুঁত সময়ে অলৌকিকভাবে সেই প্রয়োজনও পূরণ করেছিলেন।

অসাধারণ! ঈশ্বর আপনার ল্যাপটপের প্রয়োজন পূরণ করেছেন। কিন্তু সাইবার সিকিউরিটি শিখতে তো অনেক অধ্যয়ন করতে হয়। আপনি কীভাবে তা সম্ভব করেছিলেন?

কোভিড-১৯ মহামারির সময় IDEA রাত ১২টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত বিনামূল্যে ইন্টারনেট সেবা দিত।

আমি সেই সুযোগের সর্বোত্তম ব্যবহার করেছিলাম। প্রতিদিন রাত ১২টা থেকে ভোর ৩টা বা ৪টা পর্যন্ত সাইবার সিকিউরিটি পড়তাম। তারপর অল্প কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে স্কুলে চলে যেতাম। স্বাভাবিকভাবেই, আমার বাবা-মা আমাকে সারারাত ল্যাপটপে কাটাতে দেখে খুশি হতেন না, কারণ আমি আসলে কী শিখছি, তা তারা জানতেন না।

যদি আমি কোনো পেশাদার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতাম, তাহলে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হতো। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি এক টাকাও খরচ না করে সবকিছু শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম।

শেখা চালিয়ে যেতে যেতে আমার দক্ষতা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। একসময় সাইবার সিকিউরিটি আয়ত্ত করার প্রতি আমি এতটাই আগ্রহী হয়ে উঠলাম যে চাকরি পাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে পুরোপুরি শেখার দিকেই মনোযোগ দিলাম। আমি যা শিখতাম, তা প্রযুক্তিগত (Technical) ব্লগ লিখে নথিবদ্ধ করাও শুরু করেছিলাম। প্রায় এক বছর ধরে প্রতিদিন অনেক ঘণ্টা পড়াশোনা করেছি। তবুও তখন আমার কোনো ধারণাই ছিল না যে সাইবার সিকিউরিটি একটি পূর্ণাঙ্গ পেশা হতে পারে কিংবা এই ক্ষেত্রে বৈধভাবে ও পেশাদার হিসেবে কাজ করা সম্ভব।

তাহলে কি আপনি সক্রিয়ভাবে চাকরি খুঁজছিলেন না? আর আপনার পড়াশোনা কি সম্পূর্ণ হয়েছিল?

দ্বাদশ শ্রেণি শেষ করার পর ছুটির সময় আমি বেঙ্গালুরুর একটি প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্ন হিসেবে যোগ দিই। সেখানে আমি মাসে ₹২৫,০০০ ভাতা পেতাম। তখনই প্রথমবার আমার বাবা-মা উপলব্ধি করতে শুরু করলেন যে সাইবার সিকিউরিটি শেখার জন্য আমি যে অসংখ্য রাত নির্ঘুম কাটিয়েছি, তার ফল মিলতে শুরু করেছে।

এরপর আমি ব্যাচেলর অব কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস (BCA) কোর্সে ভর্তি হই। কিন্তু এরপরের পথ মোটেও সহজ ছিল না।

পূর্ণকালীন সাইবার সিকিউরিটি পদের জন্য আমি প্রথম সাক্ষাৎকারে অনেক আশা নিয়ে অংশগ্রহণ করি। কিন্তু

দুর্ভাগ্যবশত, বিষয়টির কিছু ক্ষেত্রে আমার পর্যাপ্ত ব্যবহারিক জ্ঞান না থাকায় আমি নির্বাচিত হতে পারিনি। সেই প্রত্যাখ্যান আমাকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। জীবনে প্রথমবারের মতো আমার মনে প্রশ্ন জাগল—আমি কি ভুল পেশা বেছে নিয়েছি?

আমি Zoho-এর মতো আরও কয়েকটি কোম্পানিতেও আবেদন করেছিলাম, কিন্তু কোথাও থেকে কোনো উত্তর পাইনি। আমার বাবা-মা, যারা আমার ওপর এত বিশ্বাস রেখেছিলেন, তারাও খুব হতাশ হয়েছিলেন। বিভ্রান্ত ও নিরুৎসাহিত হয়ে আমি আরেকটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিলাম—কারও পরামর্শ না নিয়েই কলেজ ছেড়ে দিলাম।

তারপর কী ঘটল?

সেই অনিশ্চিত সময়ে আমি একটি সাইবার সিকিউরিটি কোম্পানির সিইওর কাছ থেকে চাকরির সুযোগ-সংক্রান্ত একটি ইমেইল পেলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে আবেদন করলাম। কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল, কিন্তু কোনো উত্তর এল না। ধীরে ধীরে আমি আশাও হারিয়ে ফেলেছিলাম।

কিন্তু এরপর অপ্রত্যাশিত একটি ঘটনা ঘটল। সেই একই সিইও Capture the Flag (CTF) সম্পর্কিত আমার একটি পোস্ট

দেখতে পেলেন আমি যে Capture The Flag (CTF) প্রতিযোগিতাটি সফলভাবে সম্পন্ন করেছিলাম, সেই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে লেখা আমার একটি পোস্ট তিনি দেখেছিলেন। আমার কাজ ও ব্যবহারিক দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি নিজেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি কোম্পানিতে চাকরির প্রস্তাব দেন, যেখানে আমার বেতন মার্কিন ডলারে প্রদান করা হতো। তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ১৯ বা ২০ বছর। ঈশ্বরের অনুগ্রহে, গত চার বছর ধরে আমি সেই কোম্পানিতেই কর্মরত আছি।

এই আশীর্বাদ আপনার পরিবারের ওপর কী প্রভাব ফেলেছিল?

আমি যখন সেই কোম্পানিতে যোগ দিই, তখন আমাদের পরিবার ঋণের ভারে জর্জরিত ছিল। বহু বছর ধরে সেই আর্থিক বোঝা আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা কল্পনারও আগেই সেই ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হই।

শুধু তাই নয়, আমাদের নিজ শহরে একটি সুন্দর বাড়ি নির্মাণের বহুদিনের স্বপ্নও তাঁর বিশ্বস্ততার মাধ্যমে বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করে। আজ পেছনে ফিরে তাকালে আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি—আজ আমরা যে প্রতিটি আশীর্বাদ ভোগ করছি, তা ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও যোগানের এক জীবন্ত সাক্ষ্য।

এই যাত্রার মাধ্যমে আপনার আত্মিক জীবন কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল?

যদিও আমি একটি ঈশ্বরভক্ত পরিবেশে বড় হয়েছি, তবুও দীর্ঘদিন ধরে আমার বিশ্বাস ছিল কেবল একটি ধর্মীয় অভ্যাস। আমি গির্জায় যেতাম, প্রার্থনা করতাম এবং খ্রিস্টীয় বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নিতাম, কিন্তু আমার জীবন পুরোপুরি ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত ছিল না।

যৌবনে এসে সবকিছু বদলাতে শুরু করে। অন্যদের কাছ থেকে শেখা বিশ্বাসকে শুধু অনুসরণ না করে, আমি ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরকে জানতে ও তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে শুরু করি। সেই সময়ই আমার জীবন ও ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক আমূল পরিবর্তিত হয়।

আমার বিশ্বাস আর কেবল অভ্যাস বা পারিবারিক ঐতিহ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল না; বরং তা বাস্তব, ব্যক্তিগত এবং গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। আশ্চর্যের বিষয়, ঠিক সেই সময় থেকেই আমার জীবনে একের পর এক নতুন সুযোগের দ্বার খুলতে শুরু করে।

আজ পেছনে ফিরে তাকালে মাঝে মাঝে মনে হয়, ঈশ্বর যেন অপেক্ষা করছিলেন আমি যেন সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে তাঁর কাছে আসি, তারপরই তিনি আমাকে এসব আশীর্বাদ অর্পণ করেন।

এমনকি যখন আমি কেবল খ্রীষ্টীয় প্রথা অনুসরণ করতাম কিন্তু তাঁর সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক ছিল না, তখনও তিনি নীরবে আমার জীবন পরিচালনা করছিলেন। আজ আমি স্পষ্টভাবে দেখতে পাই, আমার জীবনের প্রতিটি ধাপে তাঁর হাত আমাকে পথ দেখিয়েছে, এমনকি যখন আমি নিজেই তা বুঝতে পারিনি।

এই সাক্ষাৎকার পড়া তরুণদের উদ্দেশ্যে আপনি কী বলতে চান?

হিতোপদেশ ২১:৩১-এ লেখা আছে, **"যুদ্ধের দিনের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করা হয়, কিন্তু বিজয় আসে সদাপ্রভুর কাছ থেকে।"**

এই পদটি আমার জীবনের যাত্রাকে খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করে। আমার জীবন নির্ঘুম রাত, নিরলস পরিশ্রম, হতাশা এবং ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যিনি আমাকে বিজয় দিয়েছেন, তিনি হলেন প্রভু।

আজ আমাদের প্রত্যেকের হাতেই একটি শক্তিশালী মাধ্যম রয়েছে—ইন্টারনেট-সংযুক্ত একটি স্মার্টফোন।

এই একই প্রযুক্তি আমাদের মূল্যবান দক্ষতা অর্জনে, অর্থবহ একটি কর্মজীবন গড়ে তুলতে এবং ঈশ্বরের আরও নিকটে আসতে সাহায্য করতে পারে। আবার এটিই ধীরে ধীরে আমাদের সময় নষ্ট করতে পারে, মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারে এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূরণ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। **সিদ্ধান্ত আমাদেরই।**

তাই তোমার ভবিষ্যৎ যীশুর হাতে সমর্পণ করো।

তিনি তোমার জীবনের জন্য প্রস্তুত করা পথ জানেন। তিনি সঠিক সময়ে সঠিক পথে তোমাকে পরিচালিত করবেন, তোমার জন্য উপযুক্ত দরজাগুলো খুলে দেবেন এবং তাঁর আহ্বান পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুগ্রহ ও আগ্রহ দান করবেন।

তাঁর ওপর ভরসা রাখো, শেখা কখনো বন্ধ করো না, কঠোর পরিশ্রম করো এবং ঈশ্বর তোমার জীবনের জন্য যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন, তা অনুসরণ করা কখনো থামিয়ো না।

স্বাধীনতা দিবস

প্রকৃত স্বাধীনতা

সুবাশ: হেই সন্তোষ, আর কয়েক দিনের মধ্যেই স্বাধীনতা দিবস (১৫ আগস্ট)! আমরা প্রতি বছর এই দিনটি উদযাপন করি, কিন্তু তুমি কি কখনও ভেবে দেখেছ স্বাধীনতা আসলে কী?

সুবাশ: স্বাধীনতা মানে তো দাসত্ব বা অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়া, তাই না? আমাদের দেশ ভারত ১৯৪৭ সালের **১৫ আগস্ট** ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছিল।

সুবাশ: ঠিক বলেছ! জানো, সেই স্বাধীনতার জন্য কত মানুষ তাদের সবকিছু উৎসর্গ করেছিলেন? **মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র বসু এবং ভগৎ সিং**-এর মতো মহান নেতারা দেশের জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

সুবাশ: একদম ঠিক। তাই এই দিনটি শুধু একটি সরকারি ছুটির দিন নয়। খ্রীষ্টান হিসেবে এটি এমন একটি দিন, যেদিন আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ তিনি আমাদের দেশকে স্বাধীনতার আশীর্বাদ দিয়েছেন।

সুবাশ: কিন্তু আরেকটি বিষয় ভেবে দেখো। আমাদের দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে—কিন্তু মানুষের হৃদয় কি সত্যিই স্বাধীন?

সুবাশ: তুমি কী বলতে চাইছ?

সুবাশ: অনেক মানুষ এখনও ভয়, পাপপূর্ণ অভ্যাস, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের দাসত্বে আবদ্ধ। বাইবেল বলে—**"অতএব পুত্র যদি তোমাদের মুক্ত করেন, তবে তোমরা সত্যিই মুক্ত হবে।" (যোহন ৮:৩৬)** প্রকৃত স্বাধীনতা কেবল যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমেই পাওয়া যায়।

সুবাশ: বাহ! এটা সত্যিই অসাধারণ! একটি দেশের স্বাধীনতা আমাদের বাহ্যিক জীবনে স্বাধীনতা দেয়, কিন্তু খ্রীষ্ট যে স্বাধীনতা দেন, সেটিই হৃদয়ের প্রকৃত স্বাধীনতা।

সুবাশ: একদম ঠিক! তাই স্বাধীনতা দিবসে আমাদের উচিত আমাদের দেশের জন্য প্রার্থনা করা, দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়ার চেষ্টা করা এবং খ্রীষ্ট যে প্রকৃত স্বাধীনতা দেন, তা নিজের জীবনে অনুভব করা।

সুবাশ: এবারের স্বাধীনতা দিবস আমার কাছে এক নতুন অর্থ নিয়ে আসবে। **আসুন, আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি, ঈশ্বরকে ভয় করি (সম্মান করি) এবং খ্রীষ্ট যে প্রকৃত স্বাধীনতা দেন, সেই স্বাধীনতায় জীবনযাপন করি!**